কোনো শিশুর
চোখেই বিদায়ের
কান্না...আর না...!!
আসুন, থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে আমরা প্রত্যেকে থ্যালাসেমিয়ামুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হই।

মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd February, 2019

থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে
থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে :
৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৫০২৯৬

February, 2019 Volume-IV, Issue-XII | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

বাস্তবের ক্যানভাসে ভরা রূপকথা

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের মাঝে রূপকথা। তাকে কেক খাওয়াচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-রূপকথা তো নয়, সত্যিকথা। ২০ জানুয়ারি ২০১৯, রবিবার। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের কার্যকরী কমিটির সদস্য ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্যের একমাত্র কন্যা রূপকথার জন্মদিন। আর পাঁচটা জন্মদিনের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে চলবে না। জন্মদিনের এই উৎসবের গোটাটাই থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের উত্তরণের স্বার্থে উৎসর্গীকৃত। সকলে গাইলেন, আবৃত্তি করলেন, নৃত্য পরিবেশন করলেন, কেক কাটলেন, রূপকথাকে উপহার দিলেন এবং নিলেন।

একটা জন্মদিনকে ঘিরে উৎসব যে কতটা সর্বজনীন রূপ নিতে পারে, সেটা দেখিয়ে দিয়েছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এবং রূপকথা ও তাঁর পরিবার। অনুষ্ঠানের শুরু সংগঠনের সভাপতি ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জির বক্তব্য দিয়ে। এরপর উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নিমাই প্রসাদ মুখার্জি। বক্তব্য রাখেন সেরাম দুর্গোৎসবের চেয়ারম্যান নীতিশ সাহা, লাইফের কর্ণধার কমল দত্ত, সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং সিটি কেবলের কর্ণধার বিমলকান্তি দত্ত, বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের কর্ণধার এবং সংগঠনের সদস্য রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, গান্ধী সংস্থার কল্পনাদি, শিক্ষা এডুকেশনাল ট্রাস্টের বিনয় ঘোষ সহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে সামনে রেখে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য তাঁর বক্তৃতায় বলেন, থ্যালাসেমিয়া রোধে বিভিন্ন কর্মসূচীর পালনের মধ্যে 'রূপকথা'র এই জন্মদিনটিও এক এবং অভিন্ন। এই অনুষ্ঠানে রূপকথা ৩৮ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে তুলে দিয়েছেন জীবনদায়ী ওষুধ। আর সকলে মিলে রূপকথাকেও উপহার দিয়েছেন। সমবয়সী হয়ে এই যে মহামিলনের আনন্দ-এটাই বড়কথা। সম্পাদকের বক্তব্য শেষে জন্মদিনের কেক কাটা হয়। সংগীত পরিবেশন করে রূপকথাসহ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তরা। এদের মধ্যে অনেকেই আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাদিম্বী ট্রাস্ট ওনার্স অ্যাসো সিয়েশনের নারায়ণ পাল, লেকটাউন সিনিয়র সিটিজেন ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অশোক সরকার, ডাঃ কে. কে. ভট্টাচার্য, রণজিত চট্টোপাধ্যায় সহ সকলকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অভিষেক কুমারের গান এবং কেশব কান্তি বিশ্বাসের আবৃত্তি সকলের নজর কেড়েছে। প্রয়াত সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন, স্বর্ণযুগের গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এই অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি শিল্পী ছিলেন শিল্পী অভীর চট্টোপাধ্যায়, মেয়েদের অনুষ্ঠানের উপস্থাপক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন রূপকথার বাবা ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য। দুপুরে সকলে মিলে পংক্তি ভোজনে অংশগ্রহণ করেন।

এক পলকে দেশ

ভারতরত্ন প্রণব

নয়াদিল্লি-সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' এর জন্য মনোনীত হয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়। আরও দু'জন মনোনীত হয়েছেন, তাঁরা হলেন প্রয়াত গায়ক ভূপেন হাজারিকা ও রাজনীতিক নানাজি দেশমুখ।

পাশ-ফেল

নয়াদিল্লি-স্কুল স্তরে পাশ ফেল ফেরাতে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল কেন্দ্র। শিক্ষার অধিকার আইন সংশোধন করে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।

নজরবন্দিতে ধাক্কা

নয়াদিল্লি-গোটা দেশকে নজরবন্দি করার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সিদ্ধান্তের বৈধতা জানতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট।

ই ভি এম বিতর্ক

নয়াদিল্লি-ই ভি এম বিতর্কের জেরে সৈয়দ সুজার বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করছে নির্বাচন কমিশন। স্বঘোষিত এই সাইবার বিশেষজ্ঞের দাবি, ইভিএম হ্যাক করা যায়।

আসরে প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি-উত্তরপ্রদেশ পূর্বের এ আই সি সি-র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন প্রিয়াঙ্কা ওয়াদেরা।

বাজেট নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি-কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হতে চলেছে ১ ফেব্রুয়ারি। মন্ত্রী অরুণ জেটলির অসুস্থতার কারণে বাজেট পেশ করবেন অর্থ মন্ত্রকের নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী পীযূষ গয়াল।

ব্যালট বাতিল

নয়াদিল্লি-ব্যালটে নয়, ই ভি এমেই হবে নির্বাচন। একথা জানিয়েছেন মুখ্যনির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরা। ই ভি এম নিয়ে কারচুপির অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। তবে সব ই ভি এমে ভিভিপ্যাট রাখতে হবে বলে দাবি জানিয়েছেন বিরোধীরা।

নেতাজির জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ২৩ শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন উদযাপন করা হয় সংগঠনের অফিসের সামনে। অনুষ্ঠানে দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নেতাজিকে নিয়ে এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক, সদস্য কেশবকান্তি বিশ্বাস সহ প্রমুখ। বক্তব্যে সম্পাদক জানান, এখন থেকে মনীষীদের জন্মদিন পালন করবে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে একদল সংগঠন অফিসের সামনে প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সংগঠনের সদস্যরা সকলে মিলে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রজাতন্ত্র দিবসের এই অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য প্রিয়জিত ভৌমিক, বীণা ঘোষাল, দেবশঙ্কর নন্দী সহ প্রমুখ।

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন

এক পলকে রাজ্য

ফের ৬৫

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬২ থেকে ফের ৬৫ করা হবে বলে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-১০ জানুয়ারি নদীয়ায় কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় একসঙ্গে কাজ করবে।

স্কুলে ইন্টার্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি-নতুন পাশ করা স্নাতকদের ইন্টার্ন হিসেবে নিয়োগ করে স্কুলে পঠন পাঠনের সমস্যা লাঘব করতে চাইছে রাজ্য সরকার।

চাঁদের পাহাড় জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে আফ্রিকার কিলিমাঞ্জারো পর্বতের সর্বোচ্চ স্থান উহুরু শৃঙ্গে জাতীয় পতাকা ওড়ালেন বাংলার ছেলে উজ্জ্বল পাল। সঙ্গী ছিল তাঁর প্রিয় সাইকেল 'চেতক'।

পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি-এন আর এস হাসপাতালে ১৬টি কুকুরছানাকে পিটিয়েই খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। দোষীদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চলে গেলেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-বার্ধক্যজনিত উপসর্গে ১৯ জানুয়ারি চলে গেলেন সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (৮৫)। এই 'সুমধ্যমা' কাগজের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল কালজয়ী উপন্যাস 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের লেখকের হাত ধরেই।

এখানে - ওখানে

মকর সংক্রান্তিতে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এবার ২ কোটি পুণ্যার্থী এসেছিলেন শাহী স্নান করতে।

কোন্নগরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-কোন্নগর নবগ্রাম কানাইপুর স্বাস্থ্যমেলা কমিটির উদ্যোগে ৫ জানুয়ারি 'স্বাস্থ্য সপ্তাহ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বহু মানুষ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিবিরটি পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং থ্যালাসেমিয়া সংক্রান্ত কুইজ পরিচালনাও করেন তিনি। কুইজ শেষে সফল উত্তরদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয় সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অঞ্জন মুখার্জি।

মিলন সংঘের পুরস্কার বিতরণী

নিজস্ব প্রতিনিধি-কদমতলা মিলন সংঘের উদ্যোগে নতুন বছরের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হল পুরস্কার বিতরণী উৎসব। পুরস্কার বিতরণীর আগে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে মানুষকে সচেতন করার কথা বলেন তিনি। মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে সামাজিক সংগঠনগুলিকে আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান সঞ্জীব আচার্য। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। অনুষ্ঠানে প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সঞ্জীব আচার্য। এই অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় বাবলা গাঙ্গুলি ও টিঙ্কু ভট্টাচার্যের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

পাইকপাড়া ভারতচক্রের প্রয়াস

অনুষ্ঠান মঞ্চে মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি ও আইনজীবী গীতানাথ গাঙ্গুলি এবং সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য সহ অন্যান্যরা।

নিজস্ব প্রতিনিধি-পাইকপাড়া ভারতচক্রের উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান কর্মসূচি এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শতাব্দী প্রাচীন মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি এবং আইনজীবী গীতানাথ গাঙ্গুলিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

সুকান্ত শিবিরের অনুষ্ঠান

বক্তৃতা দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- মুরারি পুকুর সুকান্ত শিবির-এর উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং রক্তদান কর্মসূচি। থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরটি পরিচালনা করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। মারণরোগ থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য।

পুরস্কার বিতরণী

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ এবং ছাত্র ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য সহ অন্যান্য বক্তাগণ। থ্যালাসেমিয়ার বিপদ নিয়ে নাগরিক সমাজকে ভেবে দেখার অনুরোধ জানান সঞ্জীব আচার্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্রিয় নেওয়ার কথা বলেন তিনি। সমগ্র অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিলেন স্বপন ভূঁইয়া।

বন্ধু মিলন সংঘে রক্তদান উৎসব

বন্ধু মিলন সংঘের অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতা বন্ধু মিলন সংঘের উদ্যোগে ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল রক্তদান কর্মসূচী। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগকে প্রতিহত করতে এলাকায় এলাকায় ক্লাব প্রতিষ্ঠান গুলোর নির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।

আহিরীটোলাতে রক্তদান শিবির

বক্তৃতা দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-আহিরীটোলা ভাই ভাই সংঘের উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। সমস্ত অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন বিশু সরকার।

নর্থ ত্রিধারার স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-নর্থ ত্রিধারা সংগঠনের উদ্যোগে ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হল স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধে প্রতিটি সংগঠনকে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

স্বামীজির জন্মদিনে

নিজস্ব প্রতিনিধি-স্বামী বিবেকানন্দের ১২৭তম জন্ম দিবস উপলক্ষে বাগবাজার সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, বিবেকানন্দ শিল্পী সংসদ ও উল্টোডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাবের অনুষ্ঠান হয়ে গেল ১২ জানুয়ারি। প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বিবেকানন্দের আদর্শকে সামনে রেখে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, যুব সমাজকে সঠিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই ধারাকেই অক্ষুণ্ণ রেখে যুবসমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে তিনি অনুরোধ জানান।

সারদার সচেতনতা শিবির

সারদা ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট-এর শিবিরে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য ও অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাতে সারদা ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট-এর উদ্যোগে এবং থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পরিচালনায় নতুন বছরের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক পরীক্ষা। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যসমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। বক্তব্যে তিনি বলেন, থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ। এই রোগের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এখনও পর্যন্ত কোনও ওষুধ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। একমাত্র সচেতনতা বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে এই রোগের হার কমিয়ে আনা এবং নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব। আর সে কাজটাই করে যাচ্ছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। থ্যালাসেমিয়া রোধ করতে হলে বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ দেওয়া চলবে না। যদিও একজন বাহক পুরোপুরি সুস্থ। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেন সঞ্জীব আচার্য। কথা বলা পুতুল নিয়ে মনোরম অনুষ্ঠান করেন সংগঠনের সদস্য বিক্রম রায়। সেরাম থ্যালাসেমিয়ার পক্ষ থেকে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য উপস্থিত অতিথিদের সম্বর্ধনা জানান। এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন ডাঃ অশোক কুমার মাইতি, অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিলেন জয়ন্ত ভৌমিক এবং সিদ্ধার্থ বারবলিয়া।

সরকারি কলেজে সচেতনতা ও বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির

ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উওমেন-এ চলছে সচেতনতা শিবির ও অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-স্টেট ইনস্টিটিউট অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ফর উওমেন-এ ১৫ জানুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্ত পরীক্ষা। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এই সচেতনতা শিবির এবং বাহক রক্ত পরীক্ষার কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য শরদিন্দু চ্যাটার্জি এবং থ্যালাসেমিয়ার ওপর কুইজ পরিচালনাও করেন তিনি। থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন ৮৩ জন ছাত্রী। অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন শুভ্রা বসাক এবং পিণ্টু পালসহ অন্যান্যরা।

মোষপুকুরে সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিদ্যাসাগর মেডিকেল এইড সোসাইটি ও চেতনার উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২৩ জানুয়ারিতে নেতাজি জন্মদিনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, নেতাজির আদর্শকে সামনে রেখে যুবসমাজকে সমাজের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। থ্যালাসেমিয়ার মতো মারণ রোগ প্রতিরোধে তিনি সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, নরেন ধাড়া ও প্রমুখ।

সাগর মেলা-মকর সংক্রান্তি সাগরে পুণ্যস্নান করেছেন প্রায় ২৭ লাখ পুণ্যার্থী।

সিনিয়র সিটিজেন

লস অ্যাঞ্জেলস-১৯৫৯ সালের কথা। ম্যাটেল সংস্থার অন্যতম কর্ণধার রুথ হ্যান্ডলার নিজের ছোটো সন্তানের পুতুল খেলা দেখে অন্যরকম পুতুল তৈরির কথা ভাবলেন। মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নামে রাখলেন বার্বি। সেই বার্বি-ই এখন সিনিয়র সিটিজেন হতে চলেছে। সারা বিশ্বে এখন বেশ জনপ্রিয় বার্বি ডল। এখন ১৫ টি দেশে বছরে ৫৮ কোটি বার্বি বিক্রি হয় বলে ম্যাটেল সূত্রে জানা গেছে। দু'দশক ধরে নানা মডেলের বার্বি তৈরি করে আসছে ম্যাটেল। বিশেষ করে মেয়েদের জীবনের নানা পর্যায় নিয়ে বার্বি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। সিনিয়র সিটিজেন হলেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে বার্বির সুনাম রয়েছে।

সক্রিয় ইরান

ইরান-রবিবার দেশীয় টিভিতে ইরানের পরমাণু প্রকল্পের প্রধান জানালেন, তেহরানে তাদের ৫০ বছরের পুরানো একটি চুল্লিতে ২০ শতাংশ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত, পরমাণু চুক্তির ক্ষেত্রে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে এই কাজ।

গির্জায় হামলা

ম্যানিলা-২৭ জানুয়ারি ফিলিপিন্সের সুলু প্রদেশের জোলো দ্বীপের একটি ক্যাথলিক গির্জায় জঙ্গীদের বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ২৭ জনের। নিহতদের মধ্যে সেনাবাহিনীর সদস্যরাও রয়েছেন। এদিন গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা ছিল।

চিনে কিম

বেজিং-চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে চতুর্থবারের জন্য বেজিং গেলেন উত্তর কোরিয়ার চেয়ারম্যান কিম জং উন। বেজিংয়ে থেকে শি-র সঙ্গে বৈঠক সারলেন উন। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকের আগে উনের এই সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আসলে উন সবরকমের প্রক্রিয়াতে চিনকে কাছে রাখতে চায়, আমেরিকা ও চিনের বাণিজ্য সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে লাভ তুলতে চাইছেন উন। সব মিলিয়ে এই সফর আমেরিকাকে বার্তা দিতেই বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

প্যাকেট নিয়ে ধুন্ধুমার

বেজিং-রহস্যজনক প্যাকেট নিয়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়াল অস্ট্রেলিয়ার ভারতীয় দূতাবাস এবং কনস্যুলেটে। ৯ জানুয়ারি ভারতীয় কনস্যুলেটে একটি প্যাকেট পৌঁছায়। প্যাকেটের মধ্যে সাদা রঙের গুড়ো ভরা ছিল। এই ঘটনার তদন্ত চলছে।

হার টেরেসার

লন্ডন-'চুক্তিহীন ব্রেক্সিট'-এর পথে যেতে পারবে না ব্রিটেন। পার্লামেন্টে ফের হারলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে। ২৩০ ভোটে হেরেছেন মে। এর অর্থ হল ই ইউ থেকে বেরিয়ে যেতে হলে পার্লামেন্টের সম্মতি দরকার। এখন থেকেই এম পি-দের বোঝাতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন মে। চুক্তিতে নর্দান আয়ারল্যান্ড নিয়ে বিরোধের জায়গা তৈরি হয়েছে। টেরেসা মে এখন দেশের মধ্যে উভয় সংকটে পড়ে আছেন। ব্রেক্সিট নিয়ে হয়ত তাঁর গদি চলে যেতে পারে। তবু যাওয়ার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছেন তিনি। যদি সাংসদের মত ফেরে ব্রেক্সিটের পক্ষে।

ম্যার্কেলের শুভবুদ্ধি

অ্যাথেন্স-গ্রীস ও জার্মানের মধ্যে দূরত্ব আর দ্বন্দ্ব ছিল অনেক বছর ধরে। এবার সম্পর্ক ভাল করার রাস্তায় হাঁটলেন ম্যার্কেল। জার্মানীর সফরে গ্রিসে এসে তিনি বললেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীর আক্রমণের দায় তাঁর দেশের। যুদ্ধকালীন ক্ষতিপূরণ নিয়ে গ্রিস আর জার্মানির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই একটা সংঘাত চলছে। ম্যার্কেলের সফরের আথেন্সের মানুষেরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান।

জাহাজে আগুন

মস্কো-১২ জানুয়ারি কার্চ প্রণালীতে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ও ট্যাঙ্কারবাহী দুটি জাহাজে আগুন ধরে যায়। জাহাজ দুটিতে ভারতীয় নাবিকেরা ছাড়াও ছিলেন তুরস্ক ও লিবিয়ার নাগরিক। ১৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজদের উদ্দেশ্যে তল্লাশি জারি আছে। রাশিয়া থেকে ক্রিমিয়াকে আলাদা করেছে যে কার্চ প্রণালী, কৃষ্ণসাগরের সেই অংশে ঘটনাটি ঘটেছে। জ্বলন্ত একটি জাহাজে তানজানিয়ার পতাকা রয়েছে। এক ভারতীয় জাহাজ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। কার্চ প্রণালীতে সর্বদা পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল করে। এই প্রণালীটি নিয়ে তুরস্ক ও লিবিয়ার মধ্যে অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। এই দুটি জাহাজের আগুনকে কেন্দ্র করে ফের দু'দেশের মধ্যে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ফল ভুগতে হচ্ছে অন্যদের।

ত্রাস জেলিফিশ

ব্রিসবেন-'ব্লু বটল জেলিফিশ'-এর কামড়ে কুইন্সল্যান্ডের সমুদ্রসৈকতে প্রায় হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এই জেলিফিশগুলোর দৈর্ঘ্য দু'ইঞ্চি। সমুদ্রতটের এদের দৃশ্য অতি মনোরম। মনে হবে সমুদ্রতট জুড়ে নীল জলের বোতল ছড়িয়ে রয়েছে। আসলে ওগুলো জেলিফিশ। জেলিফিশের তাণ্ডবে গোল্ড উপকূল ও সানশাইন উপকূলে সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

রাহাফকে নিয়ে

থাইল্যান্ড-সৌদি তরুণী রাহাফ মহম্মদ আলকুনুনকে আশ্রয় দিতে চাইছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ একাধিক দেশ। এই দেশগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী বিষয়ক দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছে। আলকুনুন জানিয়েছেন, 'আমি ভীষণ খুশি। একটা নতুন জীবন শুরু করব।

৮১৫৮ টি মিথ্যা

ওয়াশিংটন-মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট পদের দু'বছর পূর্তি হয়েছে ২০ জানুয়ারি। ২১ জানুয়ারি ওয়াশিংটনের একটি সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টে প্রকাশ, ক্ষমতা দখল করার পর থেকে নানা বিষয়ে ৮,১৫৮ বার অসত্য বা বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর জেরেই তুমুল হইচই পড়েছে প্রশাসনিক মহলে। ট্রাম্পের দেশ চালানোর নীতি নিয়ে সে দেশেই অনেক বিতর্ক রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। এছাড়া তাঁর বিদেশনীতি নিয়েও যথেষ্ট সমালোচনা হচ্ছে বিশ্ব জুড়ে। এই অবস্থায় ট্রাম্পের মিথ্যে ভাষণ নিয়ে তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে দেশ জুড়ে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে।

জামাত নিয়ে

ঢাকা-বিপুল ভোটে জিতে আসার পর বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার জামাতে ইসলামকে নিষিদ্ধ করতে বিশেষ কমিশন গঠন করতে চলেছে। একাত্তরে স্বাধীনতার বিরোধিতা করার জন্য সংগঠন হিসেবে জামাতে ইসলামিকে নিষিদ্ধ করার পথে এগোচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

নতুন রাষ্ট্রদূত

বেজিং-চিনে ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত হলেন বিক্রম মিস্ত্রি। এর আগে তিনি মায়ানমারের ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ৮ জানুয়ারি বেজিংয়ে চিনা বিদেশ মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন মিস্ত্রি।

নোবেলজয়ীর বদনাম

নিউইয়র্ক- ডি এন এ ডাবল হেলিক্সের আকার আবিষ্কার করে ১৯৬২ সালে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক ও মরিস উইল কিন্সের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন জেমস ওয়াটসন। জাতি-বিদ্বেষমূলক মন্তব্যের জেরে কোল্ড স্প্রিং হার্বার ল্যাবরেটরির কর্তারা ওয়াটসনের তিনটি সাম্মানিক পদ কেড়ে নিয়েছেন। এই ল্যাবরেটরিতেই ওয়াটসন গবেষণা করেছেন।

বাঁধ ভেঙে মৃত্যু

ব্রুমাডিনহো-দক্ষিণ পূর্ব ব্রাজিলের বেলো হরিজন্তে শহরের লোহা খনির বাঁধ ভাঙার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৪০ জন শ্রমিকের। নিখোঁজ ৩০০ জনেরও বেশি। বৃষ্টির ফলে উদ্ধারকার্য ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া খনির মধ্যে জল ঢুকে পড়ায় আটক শ্রমিকদের খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে আসা হয়েছে। সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে খনির ভেতরে শ্রমিকদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে পাম্প দিয়ে জল বের করে আনা হচ্ছে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৩৩
(০৩৩)২৪৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ আসপিরিন ওষুধটি অনেক সময়ই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধটি সম্বন্ধে জানতে চাই—কি কি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং এর সাইড এফেক্ট কি কি হতে পারে?

অভিষেক দাস, নিউ আলিপুর

উঃ অ্যাসপিরিন (Aspirin) একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ। এটি হল এক রকমের অ্যান্টিপ্লেটলেট ওষুধ (Antiplatelet Drug) যা রক্তের অনুচক্রিকার (Platelet) জমাট বাঁধায় বাধা দেয়।

ব্যবহার সাধারণ জ্বর ও মাথাব্যথা ছাড়াও অ্যাসপিরিনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হলে করোনারী আর্টারী ডিজিজ (Coronary Artery Disease), সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, বা পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজে (Peripheral Vascular Disease) থ্রম্বোসিস প্রতিহত করা (Secondary Prevention)। এছাড়াও Risk Factor থাকলে চল্লিশ বছরের ওপরে এই ওষুধ দেওয়া যায় (Primary Prevention)। এর ফলে হার্ট অ্যাটাক (Myocardial Infraction), স্ট্রোক প্রভৃতি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে।

মাত্রা—৭৫-৩২৫ মিলিগ্রাম প্রতিদিন।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া—পেটের সমস্যাই মূলত হয়, যেমন পেটের অস্বস্তি, অম্বল প্রভৃতি। অ্যাসপিরিনের সঙ্গে কিছু ওষুধ, যেমন প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিলে সমস্যা কম হয়। এছাড়াও অ্যালার্জি (Aspirin Allergy) হতে পারে। মাত্রা বেশী হলে লিভার ও কিডনির সমস্যা হয়।

Aspirin Resistance —ও কখনও কখনও হতে পারে, কিন্তু এটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয় নি।

প্রঃ পাইলস সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার বাবার এই রোগ আছে। সুজাতা দত্ত, বিরাটি

উঃ পাইলস বা Hemorrhoids একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ রক্তনালী ফেটে গিয়ে রক্তপাত হয়।

বয়স বেশী হলে এই রোগের সম্ভাবনা আছে। বেশী ফ্যাট এবং কম ফাইবারযুক্ত খাবার খেলে এই রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়।

এই রোগ দু'রকমের হতে পারে—Internal Hemorrhoips ও External Hemorrhoips।

উপসর্গ—Stool-এর সঙ্গে রক্ত পড়া এবং কিছু অংশ বেরিয়ে আসা (Protrusion) দেখা দেয়। ব্যথা সেরকম হয় না, তবে কখনও কখনও খুব বেশী হতে পারে। সাধারণত রক্তপাত অল্পই হয়, তবে কখনও বা বেশী হয় এবং রক্তাল্পতা (Anemia) সৃষ্টি করতে পারে।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)-Physical Examination করে করা হয়। Colonoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই রোগ অনেক সময়ই বেশ কষ্টকর হয় এবং এর ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

চিকিৎসা—Snz Bath, ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার, এবং Stool নরম করার ওষুধ (Stool Softeners) দেওয়া হয়। এছাড়াও Banding ও Sclerotherapy করা যেতে পারে। অপারেশন করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বিভিন্ন রকমের অপারেশন আছে। যেমন, Excisional Hemoprhoidectomy, Transhemorrhowal Deatre rialication (THD), Stapled Hemorpholdectomy প্রভৃতি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভালো কাজ হয়। একে কিছু ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে, যেমন, ব্যথা, সংক্রমণ, রক্তক্ষরণ, পায়খানার অসুবিধা Faecal incowtiwence প্রভৃতি।

প্রঃ কিডনির অসুখের জন্য কি কি পরীক্ষা করতে হয়, জানালে ভালো হয়। রত্না সান্যাল, বারাসত

উঃ কিডনির অসুখের জন্য বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়। যেমন—

(১) **রক্তপরীক্ষা (Blood)** ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, সোডিয়াম পটাশিয়ামের মাত্রার হেরফের হতে পারে। আবার, ক্যালশিয়াম, ফসফেট, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক, অ্যাসিড, প্লেটলেট এগুলির মাত্রা পরিবর্তিত হতে পারে।

এছাড়াও, Complement, ANA (Antinuclear Antibody), Cryoglobulins, প্রভৃতি পরীক্ষা করার দরকার হতে পারে।

(২) **ইউরিন-Urine** পরীক্ষা থেকেও অনেককিছু জানা যেতে পারে। ইউরিনে বেশি মাত্রায় প্রোটিন, কাস্ট প্রভৃতি থাকতে পারে।

(৩) **Radiologic Evaluation**—আলট্রাসোনোগ্রাফি করলে কিডনি সাইজ ও আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। Vascular Imagineও করার দরকার হতে পারে।

(৪) **কিডনি বায়োপ্সি**—কিডনির অসুখের কারণ সম্বন্ধে সঠিক জানার জন্য এবং অসুখ কোন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানার জন্য এই পরীক্ষার দরকার হতে পারে।

(৫) **GFR (Glomerular Filtration Rate)** নির্ণয় করা, প্রভৃতি।

সম্পাদকীয়

অরি নয়, হতে হবে মিত্র

গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার জন্য আলোচনাকেই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে 'সমঝোতা' বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যখন সমস্যার উৎস মূলে দু'পক্ষই আড়াআড়ি বিভাজিত হয়ে পড়ে, তখন দু'পক্ষের সমঝোতাই সমাধানের ফলিত রসায়ন। সম্প্রতি দেশের কেরালায় তেমন একটি সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যাকে ঘিরে যুযুধান দু'পক্ষই অনড় অবস্থানে রয়েছে। যদিও এটা সংগতভাবে বলা যায়, এই সমস্যার একটি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটও রয়েছে। কারণ দলীয় রাজনীতি ও তার দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত এই মুহূর্তে সমস্যাটির পুরোভাগে এসে পড়েছে। শবরীমালা মন্দির ইস্যু। এই মন্দিরের মামলাটি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালত রায় দান করেছে। সেখানে বলা হয়েছে এই মন্দিরে সব বয়সের নারীদের প্রবেশাধিকার থাকবে। এই রায়টিকে নিঃসন্দেহে উক্ত মননশীলতার, প্রগতিশীলতার এবং যুগান্তকারী রায় হিসেবে বলা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তব তার উল্টো কথা বলছে কারণ এই রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে শীর্ষ আদালতের রায় মনঃপূত হয়নি। ফলে মন্দিরে এক অংশের নারীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে চলছে তুমুল কাণ্ড। অন্যদিকে দেশের নাগরিকদের একটি ব্যাপক অংশ ওই মন্দিরে নারীদের প্রবেশ নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। গোপনে দুজন নারীর মন্দিরে প্রবেশ এবং সে সংবাদ প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর মন্দির কর্তৃপক্ষ তথাকথিত 'শুচীকরণ'-এর মাধ্যমে মন্দিরকে পবিত্র করেন। বিষয়টি এখানেই শেষ নয়। এরপর শীর্ষ আদালতের রায়ের সমর্থনকারীরা লম্বা মানবীপ্রাচীর তৈরি করেন এবং অন্যপক্ষ বনধ্ ডাকেন। এর পরিস্থিতিতে চলছে সংঘর্ষ এবং মৃত্যু। সংকট ক্রমশই করাল আকার ধারণ করেছে, যার সমাধানের রাস্তা এখনও অনুপস্থিত। এই কি শীর্ষ আদালতের রায়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি?

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। সেই অধিকারের মধ্যে সংঘাত দেখা গেলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়, তার সমাধান অত্যন্ত কঠিন। ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সামনে রেখে অন্যায়, বেআইনি আচরণ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্র অবশ্যই হস্তক্ষেপ করতে পারে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কার্যকারিতাও সীমিত কারণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে হাতিয়ার করে দু'পক্ষের আরও সংঘবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এরই মাঝখান থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার রাস্তাও খুঁজতে থাকে অনেকে। যেমনটি কেরালায় হচ্ছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলই শবরীমালা বিতর্ক নিয়ে শিরোনামে উঠে আসতে চাইছে। পাশাপাশি এই ধরনের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উদাহরণও এই দেশে রয়েছে। এখানেই প্রয়োজন আলোচনার পাশাপাশি সমঝোতার, যাতে ধর্মীয় স্থানে সকলরকম নাগরিকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যায়, ভক্তদের ভক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকে। শবরীমালা-র ক্ষেত্রে এটা করা কি খুবই দুরূহ?

অনুভূতি

স্বামী বিবেকানন্দ

মন কি করিয়া অনুভব করিবে?
উহা নিয়ত গতিশীল। সুতরাং, অপর এক বস্তু থাকা প্রয়োজন। যাহা অপেক্ষাকৃত মৃদুভাবে গতিশীল, পরে তদপেক্ষা মৃদুতর, তদপেক্ষা মৃদুতর এইরূপ চলিতে চলিতে, আর ইহার অন্ত পাওয়া যাইবে না। সুতরাং, যুক্তি তোমায় একস্থানে চুপ করিতে বাধ্য করিবে। অপরিবর্তনীয় কোন বস্তুকে জানিয়া তোমাকে এই অনন্ত শ্রেণির শেষ করিতে হইবেই হইবে। এই অশেষ গতিশৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অখণ্ড, শুদ্ধ স্বরূপ পুরুষ রহিয়াছেন। যেমন ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে আলোক-কিরণরাশি আসিয়া শ্বেত বস্ত্রখণ্ডের উপর প্রতিফলিত হইয়া। উহাতে শতশত চিত্র উৎপাদন করে, অথচ কোনকালেই উহাকে কলঙ্কিত করে না, ঠিক সেইভাবেই বিষয়ানুভূতি-সংস্কার সমূহ কেবলমাত্র উহার উপর প্রতিফলিত হইতেছে মাত্র। মন দৃশ্য বলিয়া স্বপ্রকাশ নহে। প্রকৃতির সর্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু কেহ যেন আমাদিগকে বলিতেছে, উহা স্বপ্রকাশ নহে, স্বভাবতঃ চৈতন্যস্বরূপ নহে। পুরুষ কেবল স্বপ্রকাশ, উনিই প্রত্যেক বস্তুতে উহার জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছেন। উহারই শক্তি, বুদ্ধি ও শক্তি সমূহের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। এক সময় দুটি বস্তুকে বুঝিতে পারে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নহে। যদি মন স্বপ্রকাশ হইত, তবে এক সময় উহা সমুদয় অনুভব করিতে পারিত। যদি এক বস্তুকে গভীর মনোযোগ প্রদান করে, তবে আর অপর বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী — পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্বজনে।
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপনে।।

কাজী নজরুল ইসলাম — অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ।

মাসতামামি

১ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় প্রথম চিত্রকলার প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল ১৮৩১।
প্রতিষ্ঠা হল প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া ১৯৬০।
প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া গঠন ১৯৪৯।

২ ফেব্রুয়ারি — স্টালিনগ্রাদে সোভিয়েত সেনাদের অভূতপূর্ব জয় ১৯৪৩।
এশিয়াটিক সোসাইটির অংশ হিসেবে কলকাতা মিউজিয়ামের জন্ম ১৮১৪।

৩ ফেব্রুয়ারি — শিল্পী নন্দলাল বোসের জন্ম ১৮৮৩।
কমিউনিস্ট পার্টি অব ভিয়েতনামের প্রতিষ্ঠা ১৯৩০।
সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আন্দোলন এবং ধর্মঘট পালন ১৯২৮।
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৯১৬।
দেশে মুম্বাই থেকে কুরলা পর্যন্ত প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চালু ১৯২৫।

৪ ফেব্রুয়ারি — পণ্ডিত ভীমসেন গুরুরাজ যোশীর জন্ম ১৯২২।
হো-চি-মিন-এর ভারত সফর ১৯৫৮।
এর্নাকুলামকে দেশের প্রথম শিক্ষিত জেলা হিসেবে ঘোষণা ১৯৯০।

৫ ফেব্রুয়ারি — চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম ছবি 'মডার্ন টাইমস'-এর মুক্তি ১৯৩৭।
জন বয়েড ডানলপ টায়ার আবিষ্কার করলেন।

৬ ফেব্রুয়ারি — বিশ্বে প্রথম সিন্থেটিক প্লাস্টিক আবিষ্কার করেন বেলজিয়ামের রসায়নবিদ লিও বাকল্যান্ড ১৯০৯।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে গভর্নর স্টানলি জ্যাকসনকে গুলি করে হত্যা করল বীনা দাস ১৪৭৮।
ব্রিটেনে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হল ১৯১৮।

৭ ফেব্রুয়ারি — গ্রানাডাকে স্বাধীনতা দিল ইংল্যান্ড ১৯৭৪।
চার্লস ডিকেন্স-এর জন্ম ১৮১২।

৮ ফেব্রুয়ারি — স্টুডেন্টস হেলথ হোমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নীহার মুন্সির প্রয়াণ ১৯৮৯।
মেক্সিকো শহরে প্রথম রঙিন টিভির অনুষ্ঠান সম্প্রচার ১৯৬৩।

৯ ফেব্রুয়ারি — কলকাতায় টাকশাল স্থাপন ১৭৫৭।
স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রথম জনগণনার কাজ শুরু ১৯৫১।

১০ ফেব্রুয়ারি — নাট্যকার ব্রেখট-এর জন্ম ১৮৯৮।
রবীন্দ্র সেতুর (হাওড়া ব্রিজ) উদ্বোধন ১৯৪৩।
কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৪৭।

১১ ফেব্রুয়ারি — ইলেকট্রিক বাল্ব, সবাক চলচ্চিত্র এবং গ্রামোফোনের আবিষ্কারক থমাস আলভা এডিসনের জন্ম ১৮৪৭।
মহাত্মা গান্ধির সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'হরিজন'-এর আত্মপ্রকাশ পুণে থেকে ১৯৩৩।

১২ ফেব্রুয়ারি — পরাধীন ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান।
চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯।

১৩ ফেব্রুয়ারি — কবি ফৈয়াজ আহমেদ ফৈয়াজ-এর জন্ম ১৯১১।
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯।
হো-চি-মিন কলকাতায় এলেন ১৯৫৮।
বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ১৮৯০।

১৪ ফেব্রুয়ারি — ভারতের প্রথম হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন হল কলকাতায় ১৮৮১।
ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালো গোটা বিশ্ব ২০০৩।

১৫ ফেব্রুয়ারি — ইতালির বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও গ্যালিলি-এর জন্ম ১৫৬৪।
সিঙ্গাপুরে জাপানীদের কাছে আত্মসমর্পণ করল ব্রিটিশ সৈন্যরা ১৯৪২।

১৬ ফেব্রুয়ারি — কিউবার প্রধানমন্ত্রী হলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৫৯।
নাইলনের প্রথম পেটেন্ট করল আমেরিকা ১৯৩৭।

১৭ ফেব্রুয়ারি — কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭।
প্রথম শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখলেন মহাত্মা গান্ধি ১৯১৫।
ডেভিড হেয়ারের জন্ম ১৭৭৫।

১৮ ফেব্রুয়ারি — সঙ্গীত বিশারদ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মৃত্যু ১৯৯৭।
মুম্বাইতে ভারতীয় নৌ সেনাদের বিদ্রোহ ১৯৪৬।
শ্রী চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬।
গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস)-র জন্ম ১৮৩৬।

১৯ ফেব্রুয়ারি — দৈনিক সংবাদপত্র হিসেবে অমৃতবাজার পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ১৮৯১।
আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জনক নিকোলাস কোপার্নিকাস-এর জন্ম ১৪৭৩।

২০ ফেব্রুয়ারি — বিশ্ব সামাজিক ন্যায় দিবস।
হেমন্ত বসুকে হত্যা ১৯৭১।

২১ ফেব্রুয়ারি — আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে খসড়া সংবিধান পেশ করা হল আম্বেদকরের দ্বারা ১৯৪৮।

২২ ফেব্রুয়ারি — স্কটিশ বিজ্ঞানী আয়ান উইলমাট-এর ভেড়ার ওপর ক্লোনের পরীক্ষা সফল ১৯৯৭।

২৩ ফেব্রুয়ারি — রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বিপ্লব শুরু ১৯১৭।
জাদুকর পি সি সরকারের জন্ম ১৯১৩।
ইতালিতে ফ্যাসিস্ট পার্টি তৈরি করলেন মুসোলিনী ১৯১৯।

২৪ ফেব্রুয়ারি — বাংলা বিহারকে একত্রীকরণের বিরুদ্ধে শুরু হল হরতাল ১৯৫৪।
জার্মানীতে নাৎসী পার্টির প্রতিষ্ঠা ১৯২০।
মাদ্রাজ রাজ্যের নাম হল তামিলনাড়ু ১৯৬১।
কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালু হল ১৮৭৩।

২৫ ফেব্রুয়ারি — ভারতে প্রথম 'ভূমি থেকে ভূমি' মিসাইল পৃথ্বীর সফল পরীক্ষা ১৯৮৮।

২৬ ফেব্রুয়ারি — বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু ১৮৫৭।
লেখিকা লীলা মজুমদারের জন্ম ১৯০৮।
নাদেজদা ক্রুপসকায়া, লেনিনের স্ত্রী-র জন্ম ১৮৬৯।

২৭ ফেব্রুয়ারি — রাইখস্টাগে জার্মান সংসদে আগুন দিল নাৎসীরা ১৯৩৩।

২৮ ফেব্রুয়ারি — অভিনেতা, নাট্যকার গিরিশ ঘোষের জন্ম ১৮৪৪।
সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী ওলফ পামে-এর আত্মহত্যা ১৯৮৬।
শেষ দফার ব্রিটিশ সৈন্যরা ভারত ছাড়লেন ১৯৪৮।

শুধু বিষ, বিষ দাও

পারিজাত বোস

স্বাধীনতার ৭১ বছরে দেশ কোনদিকে এগোচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তিত দেশবাসী। অক্সফোর্ডের কর্তারা অভিধানের শব্দ নিয়ে বিস্তর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। যে বছরটি চলে গেল (২০১৮), সেই বছরের বিভিন্ন শব্দভাণ্ডার নিয়ে

নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তাঁদের চোখ দু'একটি জায়গায় এসে থমকে গেছে। ২০১৮ সালে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে 'টক্সিক' (Toxic) শব্দটি। উদাহরণ হিসেবে যেমন রয়েছে 'পোস্ট টুথ' শব্দটি। ২০১৭ সালে এই শব্দটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ। ভারতীয়দের অবশ্য শব্দের ব্যবহার নিয়ে এরকম ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই। প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করতেই দিন শেষ হয়ে যায়, ফলে শব্দের ব্যবহারে নিয়ে কেউ-ই তেমন মাথা ঘামান না। বলা যায়, প্রয়োজনও নেই। বিগত পাঁচ বছরে অসত্য খবর, ছবি, ইতিহাস বিকৃত করা, পোস্ট টুথ-এসবের হার্ডল, পাঁচ পেরিয়েই আমরা এখন টক্সিক বা বিষময় পরিমণ্ডলে ঢুকে পড়েছি। আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অজান্তেই ধর্মের ভিত্তিতে, জাতির ভিত্তিতে, প্রাদেশিকতার ভিত্তিতে, মানুষ বনাম মানুষের মধ্যে সুচতুরভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিষ। ফলস্বরূপ বিষময় পরিবেশে দিন গুজরান করতে হচ্ছে।

খুব সাধারণভাবে বলা যেতে পারে নোটবন্দির ফলে বহু মানুষের দুর্দশা বেড়েছে, মৃত্যু হয়েছে, কাজ হারিয়েছেন অনেকে, দেশের অর্থনীতিতে এসেছে ব্যাপক ঝাঁকুনি, পিছিয়ে পড়েছি আমরা। বলা যেতে পারে শিল্পপতিদের কয়েক লাখ কোটি ঋণ তামাদি হয়ে যাওয়া, রাফাল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর হতশ্রী অবস্থা, আর্থিক বৈষম্য প্রভৃতিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এসব বিষয়গুলো হলো মানুষের দেহের বাইরের ক্ষত, যা চিকিৎসা করলে নিরাময় হয়। দেশবাসীর আশা এ রোগ নিরাময় হবে। কিন্তু মানুষে মানুষে বিভেদের ক্ষত ভারতমাতার অন্তরাত্মায় বাসা বাঁধলে, সে ক্ষত সারবে কি? এই বিভেদ ক্রমশই প্রকট হচ্ছে। এই দেশের কবি নজরুল তাঁর লেখনীর মাধ্যমে বিভেদের বিরুদ্ধে ঝড় তুলেছিলেন, এদেশের আচার- অনুষ্ঠানের বাড়িতে একইসঙ্গে চলে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, বিসমিল্লার সানাই, প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে বাদশাহ নানা ধর্মের সমন্বয়ে চালু করেছিলেন নতুন ধর্মমত দীন-ই-ইলাহি, যে দেশে আজও আমরা মনে রেখেছি ভক্ত জালালের জন্য স্বয়ং জগন্নাথ দেবের নির্দেশে চলার পথে থমকে গিয়েছিল পুরীর রথ, আমার দেশের নেতা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়তে হরিজনদের বস্তিতে থেকেছেন, সেই দেশেই আজ বহুত্ববাদ এবং পরমসহিষ্ণুতার ঐতিহ্যের ওপর আঘাত আসছে। এ শুধু আমার আপনার লজ্জা না, গোটা দেশবাসীর লজ্জা।

চরম অসহিষ্ণুতাই এখন গ্লোবাল ট্রেন্ড। বিশ্বের ধনশালী দেশগুলো থেকে শুরু করে উন্নয়নশীল দেশগুলো-সকলেই এখন অসহিষ্ণুতার চরম প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। এই পরিমণ্ডলের মধ্য থেকে ভারতবর্ষ তো আর বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। অসহিষ্ণুতার ছোঁয়াচ লেগেছে এই দেশেও। শেষ পর্যন্ত এই অসহিষ্ণুতার প্রচার ও প্রসারে সব দলই ক্রমে ক্রমে এক জায়গায় এসে জড় হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। সহিষ্ণুতার মতো অসহিষ্ণুতাও একটি উদ্দীপক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়াতে এক-কে দেখে অন্যে শেখে। ক্ষুদ্রাকার দৃষ্টান্ত ক্রমে বহু মানুষের সার্বিক সংস্কৃতিতে প্রসারিত হয়। ফলে সহ্য করবার অভ্যাসও নষ্ট হয়ে যায়। বিকল্প হিসেবে জন-কল্যাণমুখী এবং দেশহিতকর নীতিরও ঘাটতি দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে অসহিষ্ণুতার বিষময় পরিস্থিতিটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধিই ক্ষতির ব্যাপকতা বুঝতে সাহায্য করে।

অন্নের দায়ে, খাদ্যের অভাবে মানুষের মৃত্যু আকছার ঘটছে দেশে। কারও হেলদোল নেই। এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। একটা অনভিপ্রেত পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলছে নাগরিক জীবন। স্বাভাবিক জনজীবনের বাঁধা ছকে জীবন অতিবাহিত করার চেয়ে এখন অনেক বেশি জরুরি জীবন রক্ষা করার তাগিদ।

অনেকে আবার প্রশ্ন তুলছেন এর আগে দেশে কি কখনও বিভেদ বিদ্বেষের ঘটনা ঘটেনি? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় নি? তাদের উদ্দেশ্যে সবিনয় নিবেদন, তখন আর এখন রাষ্ট্রের ভূমিকা, কার্যকারিতাটা একটু পরখ করে দেখুন। তফাতটা বুঝতে অসুবিধা হবে না। তখন বিভেদকামী শক্তিকে সেই নামেই ডাকা হত। পাল্টা যুক্তি খাড়া করে এসব শক্তিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা হত না। আর্থিক দুর্নীতির প্রতিকারের জন্য দেশের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোই যথেষ্ট। আজ না হয় কাল তার বিচার হবে। কিন্তু দেশ জুড়ে বিভেদকামী শক্তিকে আটকাতে পারে একমাত্র জনসচেতনতা। এই বিষয়টির এখন খুবই অভাব। কারণ মানুষ ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে ক্রমশ। মানুষই পারে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, সঠিক পথ দেখাতে। আমরা তো চাই, নানাভাষা নানামত নানা পরিধান। বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান। সেকারণেই ২০১৯ সালের অভিধানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ হোক পরমসহিষ্ণুতা না কি ডিটক্সিফিকেশন?

২০১৯ এর কয়েকটি অর্থনৈতিক দিক

কিশোরকুমার বিশ্বাস

২০১৯ এ প্রথম যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হল এই বছরের প্রথম থেকে দিল্লির সরকারের নির্বাচন। গত সাড়ে ৪ বছরের অর্থনৈতিক সাফল্য অবশ্যই নির্বাচনে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে ভোটারদের কাছে। প্রথম বিষয় হল কাজের পরিধি। এই বিষয়ে অবশ্য বিতর্কও হয়েছে অনেক। তাতে বোঝা যাচ্ছে, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কিছু কাজের সুযোগ বাড়লেও সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের পরিধি তো বাড়ে নি বরঞ্চ সুযোগ কমেছে। তবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বাড়া বা কমার সঠিক পরিমাণ করা কঠিন।

আমরা দেখেছি মোদির প্রধানমন্ত্রী কালে দুটি বিষয় নিয়ে সবচেয়ে আলোচনা এবং সমালোচনা হয়েছে। এই দুটি হল নোট বন্দি এবং GST। নোট বন্দির কালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাধারণ মানুষ। অসংগঠিত ক্ষেত্রে এসেছে দুর্গতি, যা হয়তো এখনো ও পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা যায়নি। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন এর ফলে ওই সময়ে দেশের সার্বিক আয়বৃদ্ধির হার মাত্র ২ শতাংশ কমেনি। হয়তো শূন্যের কাছাকাছিই নেমে গেছিল।

আর GST এখনও সুবিধাজনক ফল দিতে পারছে না। ব্যবসায়ীরা চাপের মধ্যেই আছে। সরকারে লক্ষ্য ছিল প্রতি মাসে এক লক্ষ কোটি টাকার বেশিই GST আদায় হবে। কিন্তু কেবল ২টি মাস ছাড়া কোন মাসেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। আবার এই মাসে হয়তো আদায় হতে পারে সর্বনিম্ন। ভোটের বছর বছর বলে এবং গত কয়েকটি রাজ্যে ভোটে BJP-র হারের ফলে কিছু কিছু জিনিসের উপর GST-র হার কমানোয় মোট GST আদায় লক্ষমাত্রার অনেক নীচেই থাকতে পারে।

এছাড়া নির্বাচন বছর বলে সরকারের খরচও বাড়ছে। মনোরঞ্জনী প্রতিশ্রুতি ক্ষমতাসীন এবং বিরোধী দল উভয়কেই দিতে হচ্ছে। কৃষিঋণ মকুবের ফলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থাও ভাল না। ঋণমকুব হল মন্দের ভাল কৃষির স্থায়ী সংকট নিবারণ করা আগামীদিনে সবচেয়ে জরুরি। দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধিও নির্ভর করবে গ্রামীণ আর্থিক বিকাশের ওপর। গ্রামে কর্মসংস্থান, চিকিৎসা-শিক্ষা এবং পরিকাঠামোর উন্নতিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার রাজস্ব আদায় কমে যাওয়ার জন্য বা ব্যয় বাড়ার জন্য বাজেট বহির্ভূত ব্যয় বাড়াচ্ছে ঋণ করে। এটা শেষ পর্যন্ত ভাল ফল নাও দিতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বের আর্থিক ব্যবস্থায় কিছু দুর্বলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের বৃদ্ধির হার কমতে পারে বলে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন স্তর থেকে। চীনের বৃদ্ধির হার গত ২৮ বছরে সবচেয়ে কম হওয়ায় বা আরো কম হয়ে গেলে তার ফল ভুগতে হবে বিশ্বের অনেক দেশকেই। কেবল ধাতু বা খনিজ দ্রব্য রপ্তানীদের নয়। অন্য অনেক রপ্তানীর ঘাটতি হতে পারে চীনের আর্থিক অবস্থা খারাপ হলে। জাপানেরও বৃদ্ধির হার কম হচ্ছে। কম হওয়ার সম্ভাবনা ইউরোপের। বিশেষ করে জার্মানির বৃদ্ধি কম, বেশি চিন্তার কারণ। আমেরিকার বৃদ্ধির হারও কমার ইঙ্গিত আছে। তবে ভালই করতে পারে এশিয়ার দেশ গুলি।

মুদ্রাস্ফীতি এখন ভারতে কম। তবে এতে নিজেদের কৃতিত্ব বেশি নেই। শিল্পে বৃদ্ধির হার বেশ নীচে। গত মাসে তা সর্বনিম্ন (কয়েক বছরের তুলনায়) হয়েছে।

তাই এখন জরুরি হল কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে সর্বাগ্রে। গ্রামের আর্থিক উন্নতির চেষ্টা করতে হবে আন্তরিকতার সঙ্গে। একসঙ্গে আসবে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং পরিকাঠামোর উন্নতির দিকগুলি অত্যন্ত জোরের সাথে করতে হবে। এছাড়া সরকারে প্রশাসনের উন্নতির বিষয়টিও বেশ জরুরি। আগামী নতুন সরকার এই বিষয়টি দেখবে বলে আশা করা যায়।

যা দেখি, যা বুঝি, তাই লিখি

কালিদাস চক্রবর্তী

'চরৈ বেতি'---এগিয়ে চল। চলমানতাই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। Stagnation is death অর্থাৎ থেমে থাকা মানেই মৃত্যু। সৃষ্টির আদিতে মানুষ কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে তা নৃতত্ত্ববিদরা ভালো বোঝাতে পারবেন। আমরা সাধারণ মানুষ স্থূল দৃষ্টিতে যা অবলোকন করছি, তা এক কথায় অনবদ্য। এই রূপান্তর একদিনে সম্ভব হয়নি—এটা সাধিত হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে চলা বিবর্তনের মাধ্যমে। পৃথিবী নামক গ্রহের প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। ভারতীয় সভ্যতার আদি গ্রন্থ বেদকে বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রধান কয়েকটি ধর্মের পীঠস্থান। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এই দেশ বিধাতার এক অপূর্ব সৃষ্টি। এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগে, এমনকি আধুনিক যুগের প্রারম্ভেও, কত না বিদেশী শাসকের আগমন ঘটেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই এদেশে থেকে একে আপন করে নিয়েছে। এ ভারত পুণ্যভূমি, প্রাচীনকালের মুনি ঋষিদের তপোভূমি, ওঁরাই জগৎকে উপহার দিয়েছেন, বেদ-বেদান্ত -উপনিষদ, আর শ্রীমদ্ভগবদ গীতারূপ অনবদ্য দর্শন। তাই আধুনিক যুগের কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন,

'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে
জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।'

ভারতের সভ্যতার মূল বাণীই হচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয় ও সমন্বয়, পরমত সহিষ্ণুতা। এখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, শিখ, পার্সি প্রভৃতি বহু ধর্মের মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছে শান্তিপূর্ণভাবে। ভারত শুধু হিন্দুদের দেশ নয়, ভারত সবার দেশ। বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষের পারস্পরিক আচার, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, উৎসব, ভাষার আদান প্রদানে ভারতের সভ্যতা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে। প্রাচ্য বাণীর ভক্তরা বড় উদার—এরই মধ্যে যারা কট্টর রক্ষণশীল তারা কিন্তু বৃহৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি।

'আত্মমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ
হতে
সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।'

এদেশে জন্ম নিয়েছেন মহান শঙ্করাচার্য, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, রানী রাসমণি ইত্যাদি মহৎ হৃদয় উদার চরিত্রের মানুষ, যাঁরা কোন সংকীর্ণ ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। বর্তমানে ভারত স্বাধীন একটা রাষ্ট্র। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ সংগ্রাম ও অনেক শহিদের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে ভারত দীর্ঘ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করে কাঙ্খিত স্বাধীনতা লাভ করেছে। এখন ভারত এক গণতান্ত্রিক, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের ভিত এখানে গভীরে প্রোথিত। ভারতের অন্যতম প্রধান দেশনায়ক সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ সর্বদা সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁরা কখনও ধর্মে ধর্মে বিভেদ স্বীকার করেন নি। তাঁরা যে ধর্মে বিশ্বাস করতেন, তা হল মানবধর্ম। ইংরেজি Religion বলতে যা বোঝায় আমাদের ভারতে তার অনুবাদ 'ধর্ম' নয়। আমাদের ভাষায় ধর্ম হল, যা আমাদের ধরে রাখে—তা হল Humanism বা মানবিকতা। তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে সহিষ্ণুতা-উদারচিত্ততা। তাই তো কবি বলেছেন, "বিশ্ব হতে চিত্ত বড়-এই ভারতের মর্মবাণী।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা লাভের পর থেকে একশ্রেণির সংকীর্ণ মনা ধর্মান্ধ ব্যক্তি সাম্প্রদায়িকতাকে হাতিয়ার করে প্রধান দুই ধর্মের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে চলেছে। এরা হচ্ছে মৌলবাদী শক্তি, এদের কোন ধর্ম নেই, এরা উগ্র সাম্প্রদায়িক-অসহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। অথচ আমাদের ধর্মই বলেছে— "বসুধৈব কুটুম্বকম"—সমগ্র বিশ্ব আমার আত্মীয়। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা একটা কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। চারিদিকে হিংসা, অসহিষ্ণুতা ও উগ্র-সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান। এসবের প্রবক্তারা নিজেদের হিন্দু বলে গর্ব করে। কিন্তু হিন্দু তো কোন ধর্ম নয়, ধর্ম হল বৈদিক-ধর্ম, যা অনেক উদার ও বিশ্বজনীন। অন্যান্য ধর্মের যেমন একজন করে প্রতিষ্ঠাতা আছেন, হিন্দু ধর্মের কোন প্রতিষ্ঠাতা নেই। ভারতে প্রাচীনযুগ থেকে আর্য, অনার্য প্রভৃতি জাতি স্বীয় স্বীয় ধর্মবিশ্বাস করে পাশাপাশি শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। মাঝে মাঝে মুষ্টিমেয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির মদতে বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রাণঘাতী দাঙ্গা ঘটেছে। কিন্তু সেগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেখা যাচ্ছে একদল উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে। সংবিধান স্বীকৃত বাক্ স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। বিরুদ্ধাচরণ কারীদের নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। প্রতিবাদী কণ্ঠকে পাকিস্তানের চর আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে এক শ্রেণির মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। সামান্য অজুহাতে অন্যধর্মের মানুষকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না। মানুষের খাদ্যাভ্যাসের উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হচ্ছে। এ আমরা কোথায় বাস করছি? ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিশিয়ে ফেলছি। ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাধীনসংস্থার উপর রাষ্ট্রীয় খবরদারি চলছে। সরকার সবকিছু নিজের উপরে রাখতে চাইছে। রিজার্ভ ব্যাংক, সি. বি. আই-এমন কি, সর্বোচ্চ আদালতকেও করায়ত্ত করতে চাইছে। সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরি প্রেক্ষিতে পরপর দুজন রিজার্ভ ব্যাংক গভর্ণরের পদত্যাগ অত্যন্ত দুঃখজনক ও ইংগিতবাহী। স্বাধীনসংস্থা C. B. I-কে নিয়ে যা ঘটে চলেছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। দেশের বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্যতা নেই। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে হয়ত ৫৬ ইঞ্চি আবার ক্ষমতায় আসবে এবং দ্বিগুণ শক্তিতে দেশবাসীর উপর রোলার চালাবে। বিরোধী দলগুলি কি নিজ নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে রুখে দাঁড়াতে পারবে?

কবিতা

বলছি তোমাকে

শান্তনু ভট্টাচার্য

বাঁচার জন্য এত আগ্রহ যদি
শরীরের প্রতি কেন এত অবহেলা
ছুঁতে যদি চাও নিজের আত্মজকে
হৃদয়কে নিয়ে কোরো নাকো হেলাফেলা।
নিজ চিকিৎসা বিপদকে ডেকে আনে
ডাক্তার ছাড়া নেইকো পরিত্রাতা
সঠিক ওষুধই নির্মূল করে রোগ
এসো হাত ধরো প্রাণের রক্ষাদাতা।
সঠিক সময়ে খেয়েছো কি মনে করে?
প্রোটিন ক্যালোরি ভিটামিন খেও মেপে
ফাস্ট ফুড আর তেল মশলাকে ছেড়ে
সুগার, প্রেসার চেক করো ঠিক মেপে
আজকাল আর বসে থাকা দিন নেই,
কত রকমের চিকিৎসা দেশে আছে,
স্বাস্থ্যবিমার আওতায় থাকা চাই,
মুঠো ভরা প্রেম দেখবে তোমার কাছে।
তবুও অকূলতা বিষণ্ণ হয়ে বলে
এত আয়োজন হৃদয় কি মেনে নেবে?
প্রশ্ন কোরো না, যত্নের আয়োজনে—
যদি মন দাও, প্রাণ ভালোবাসা দেবে।

জিৎ

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

আবার পথ পেরিয়ে যাব নেই মনে ভয় আজ
সাঙ্গ হল জমিয়ে রাখা হাজার রকম কাজ
পথ জানি যে কঠিন
স্বপ্নে নতুন দিন
পেরিয়ে যাব হারিয়ে দিয়ে বাঁধন কঠিনতম
নীল আকাশের বিশালতায় মুক্ত দুয়ার সম।।
পাপড়ি ছেঁড়া কুসুম আর গন্ধবিহীন ফুল
অন্তরে তার মথিত সত্য নিদারুণ এক ভুল
ছন্দ ছাড়া জীবন
ভারাক্রান্ত মন
ছিঁড় যাওয়া আর ছিঁড় পাওয়া ভুলে অতি সঙ্গোপনে
করবে না আর অঝোর শ্রাবণ সুগভীর দুনয়নে।।

খিদে

অভিজিৎ সেন

সকাল ছাড়িয়ে দুপুর গড়ানো রোদ্দুর,
ধোঁয়ানি উঠেনি আজ উনুনের মুখে।
মেটে হাঁড়িখানি চায় অবাক দৃষ্টি,
জলশূন্য কলসীর শুষ্ক নীরব কিনারায়।
প্রীতিহারা সন্তানের আশৈশব কষ্ট,
সাদা-কালো ছবিতে চেহারা অস্পষ্ট।
অন্তিম অবলম্বনে নিখাদ মাতৃস্নেহ,
রোগক্লিষ্ট দেহ থেকে মুক্ত জিহ্বায়।
ডাক্তার-ওষুধে বিস্তর ব্যয় শেষে,
সঞ্চিত ভাণ্ডারের দেউলিয়া স্বীকারোক্তি অবশেষে।
ঘর ছেড়ে হতে চায় রোজগেরে,
ভিক্ষাবৃত্তি নিতান্তই যদি কপালে সয়।
বিকেলের তারায় আকাশ রঙ ধোঁয়া,
জীবনের অনাহারী অধ্যায় শুধুই লাঞ্ছনাময়।
শিরার গভীরে অনুভূত হতাশার ইশারা,
জঠরযুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত স্বান্তনা পুরস্কার।
ঘুমের হাতছানি কাড়ে রাতের শহর,
ক্ষুধার রসদ জোগায় গালমন্দের জোয়ার।
বাসি ভাত, পোড়া রুটির খোঁজে,
উদরের জ্বালা দারিদ্র্যকে ভুল বোঝে।
জীর্ণ অঙ্গে বয়ঃক্ষতের সমাধি,
বিলীনের পথে সংকীর্ণ অস্তিত্বের বড়াই
ফুটো বিবাদে পশুর ন্যায় আবর্জনায়,
বেঁচে থাকার ব্যাকুল প্রচেষ্টায়,
খুঁজে এক ক্ষুধার্তের লড়াই।

স্টেডিয়াম

দর্পচূর্ণ অস্ট্রেলিয়ার, বিরাট জয় ভারতের

অস্ট্রেলিয়াতে সিরিজ জয়ের পর উল্লসিত ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা

মেলবোর্ন-অতীতে অস্ট্রেলিয়া থেকে একের পর এক ব্যর্থতা নিয়ে ফিরেছে ভারতীয় দল। এবার তার ব্যতিক্রম হল। অস্ট্রেলিয়াতে পা রেখেই এবার টি টোয়েন্টি (১-১), টেস্ট (২-১) এবং ওয়ান ডে (২-১)-সবেতেই সফল বিরাট কোহলির দল। এখনও পর্যন্ত কোনও দলই এত সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়াতে ভারতের দ্বিপাক্ষিক ওয়ান ডে সিরিজ জয়ও এই প্রথম। বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই পারফরম্যান্স যথেষ্ট ইতিবাচক বলে মনে করছে ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞরা।

যিনি দাপটের সঙ্গে খেলে দলকে জয়ের মুখ দেখালেন সেই 'এম এস' অর্থাৎ ধোনি একেবারেই ভাবলেশহীন। মুখে সেই চেনা হাসি। সারা ক্রিকেট বিশ্বের সমীহ আদায় করে নিতে যা যথেষ্ট। মেলবোর্নে চার নম্বরে নেমে ১১৪ বলে ৮৭ রান আর কেদার যাদবের ৫৭ বলে ৬১ রানের মিশেল এক কথায় অপূর্ব। ব্যাটিং অর্ডারে ধোনির কোন জায়গায় নামা উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু ধোনির এব্যাপারে কোনও নখরা পছন্দ নেই। দলের প্রয়োজনে তিনি যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে রাজি। বিশ্বকাপের নকশায় ধোনি যে সেরা হাতিয়ার হতে চলেছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রবি শাস্ত্রী। তিনি বলেন, শুধু ব্যাটসম্যান হিসেবেই নন, রণকৌশল তৈরিতে তাঁর দক্ষ (তুলনা) নেই। যদিও অনন্ত পন্থের মতো খেলোয়াড় ভারতীয় দলে এসেছে তবুও ধোনির বিকল্প কেউ নেই। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেট দল একটা অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করল।

অন্যদিকে, যুজবেন্দ্র চহালের কথা লিখতেই হবে। যে দিন সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল দল হাতে বিকাশী হয়ে ওঠার সেইদিনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট জীবনের সেরা পরিসংখ্যান নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন যুজবেন্দ্র চহাল। মেলবোর্নে ৪২ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন তিনি। চহাল এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছেন না। সামনের নিউজিল্যান্ড সফরকে পাখির চোখ করে এগোচ্ছেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডেও জয় -বিরাট কোহলির দল নিউজিল্যান্ডে ইতিমধ্যেই দুটি ওয়ান ডে ম্যাচ জিতেছেন। নিউজিল্যান্ড সফরে ভারতের ব্যাটসম্যানরা যথেষ্ট ভাল খেলছেন। অস্ট্রেলিয়াতে জেতার মেজাজটা ধরে রাখতে পেরেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল.শেষ পর্যন্ত সিরিজ জয় হয় কি না তা দেখতে হবে।

ডার্বিতে লাল হলুদের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি-আই লিগের দ্বিতীয় ডার্বিতেও জয় হল ইস্টবেঙ্গলের। ২৭ জানুয়ারি যুব-ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে চির প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারাল আলেসান্দ্রো মেনেন্দেসের দল। প্রথমার্ধের দশ মিনিট বাকি থাকতেই ইস্টবেঙ্গলের হয়ে গোল করেন খাইমে সান্তোস কোলাদো। দ্বিতীয়ার্ধের ৭৫ মিনিটে গোল করেন জবি। আই লিগে জবির এটা অষ্টম গোল। গত ৩৩ মাসে ইস্টবেঙ্গল হারাতে পারেনি মোহনবাগানকে। তারাই গত ৪১ দিনে দ্বিতীয়বার দিপান্দা ডিকাদের হারিয়ে আই লিগ জমিয়ে দিল।

টিটিতে বাংলা এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি-বিশ্বকাপ হকির পরেই শুরু হয়েছে জাতীয় টেবিল টেনিস। শরৎ কমল, মনিকা বাত্রা, মৌমা দাস, মানব ঠক্করের মতো নামী খেলোয়াড় সহ রেকর্ড সংখ্যক ৬৫০ প্রতিযোগী এ বার খেলছেন। বাংলার ছেলে, মেয়েরা দলগত বিভাগে প্রথম দিন জিতলেন সব ম্যাচ। মেয়েদের বিভাগে প্রাপ্তি সেন, ঐহিকা মুখোপাধ্যায়রা জিতেছেন পরপর দুই ম্যাচ। তাঁরা হারালেন বিহার (৩-০) ও মহারাষ্ট্রকে (৩-১)। ছেলেদের বিভাগে অর্জুন ঘোষ, রণিত ভঞ্জরা হারালেন জম্মু ও কাশ্মীর (৩-০) এবং অন্ধ্রপ্রদেশকে (৩-০)। ফলে শেষ ষোলোয় তাদের যাওয়া প্রায় নিশ্চিত।

প্রয়াত আচরেকর

মুম্বই-বার্ধক্যজনিত রোগে ২ জানুয়ারি তাঁর বাসভবনে ঘুমের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের দ্রোণাচার্য কোচ রমাকান্ত আচরেকর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত দেশের ক্রিকেট মহল। গত কয়েক বছর ধরে দেশের ক্রিকেটকে উপহার দিয়েছিলেন বলবিন্দর সিংহ সান্ধু, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, লালচাঁদ রাজপুত, সচিন তেন্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি, প্রবীণ আমরে, রমেশ পওয়ার, অজিত আগারকরের মতো তারকা ক্রিকেটারদের। ছ'বছর আগে জলরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর খেলার মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। ক্রিকেটার হিসেবে ১৯৬০ সালে মাত্র একটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছিলেন আচরেকর। গুরুর মৃত্যুর খবর পেয়ে সচিন তেন্ডুলকরের প্রতিক্রিয়া, 'এবার হয়তো স্বর্গে গিয়ে সেখানেও ক্রিকেটের উৎকর্ষ বাড়িয়ে তুলবেন আচরেকর স্যার।' তাঁর প্রয়াণে বলিউডের তারকারাও শোক ব্যক্ত করেছেন।

মারের অবসর

মেলবোর্ন-অস্ত্রোপচারের পরও কোমরের নীচের অংশের যন্ত্রণার উপশম হয়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়েই আন্তর্জাতিক টেনিস থেকে অবসর ঘোষণা করলেন অ্যান্ডি মারে। অবসর ঘোষণার সময় কেঁদে ফেলেন তিনি। মারে বলেছেন, এরকম যন্ত্রণা নিয়ে টেনিস খেলা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মারের অবসর ঘোষণায় হতাশা প্রকাশ করেছেন রাফায়েল নাদাল, বিলি জিন কিং-সহ প্রমুখ টেনিস খেলোয়াড়গণ।

মারাদোনার চিকিৎসা

বুয়েনস এয়ারস-মারাদোনার পাকস্থলীতে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হচ্ছিল। সমস্যাটি নতুন বছরের গোড়ায় ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচারই করতে হল তাঁকে। এর আগে হাসপাতালে ভর্তি হলেও অস্ত্রোপচার করা হয়নি। আর্জেন্টিনার এক হাসপাতালে অস্ত্রোপচার ভালোভাবে শেষ হয়েছে। মারাদোনা এখন মেক্সিকোর দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব দোরাদোস দে সিনালোয়ায় প্রশিক্ষকের কাজ করছেন।

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার...

ত্রিধারার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্তদের হাতে ওষুধ তুলে দিচ্ছেন জনৈকা। নিজস্ব চিত্র

বিদ্যাসাগর মেডিকেল এইডস্ সোসাইটির শিবিরে সম্পাদককে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। নিজস্ব চিত্র

মহীতোষিনীর আয়োজিত শিবিরে সম্পাদককে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। নিজস্ব চিত্র

স্বামীজির জন্মদিনে বাগবাজার সাহিত্য সাংস্কৃতি পরিষদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

বাগবাজার সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ : ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? : যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,
আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ : ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিস সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) অরূপ ঘোষ ৪) কল্প রায় ৫) রাজত ঘোষ ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্দার ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিকাশ সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিপ্রা মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিত্র ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিতা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালক্ষ সাহা ৩২) রীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) সেখ নাজিবুর রহমান ৩৫) ইরা দত্ত ৩৬) বিশ্বজিৎ ভৌমিক ৩৭) শান্তি ব্যানার্জী ৩৮) রীতেশ ঘোষ ৩৯) শীতল নন্দী ৪০) অমিতাভ সিনহা ৪১) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪২) শুভাশিস সুর ৪৩) পুলক কুমার সুর ৪৪) সমীরণ গুহ রায় ৪৫) রূপা ব্যানার্জী ৪৬) মধুশ্রী সাহা ৪৭) মিশ্পি রায় ৪৮) দেবাশীষ দাস ৪৯) নমিতা রায় ৫০) রাজা দত্ত ৫১) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫২) আশিস ভট্টাচার্য ৫৩) অমলকান্তি ঘোষ ৫৪) বনিতা দাস ৫৫) আলোলিকা সিকদার ৫৬) মধুমিতা পত্র ৫৭) শুভময় কুণ্ডু ৫৮) সুদীপা কর্মকার ৫৯) গোপাল সাহা ৬০) তাপস মুখার্জি ৬১) উমেশ গুপ্ত ৬২) মধু শেঠ ৬৩) অনুপম রায় ৬৪) শর্বানিন্দু চ্যাটার্জি ৬৫) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৬) দেবাশিস হালদার ৬৭) বিক্রম রায় ৬৮) টিম আহমেদ ৬৯) মধুসূদন পাল ৭০) শিশির (টিকু) ভট্টাচার্য ৭১) সত্যজিৎ বসু ৭২) এস. এস. চন্দ ৭৩) তন্ময় মাইতি ৭৪) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৫) সমরেশ পাল ৭৬) অভিজিৎ শীল ৭৭) মানবেন্দ্র সরকার ৭৮) মৌমিতা ঘোষ ৭৯) শান্তনু ঘোষ ৮০) অভিষেক মিত্র ৮১) এস কে বাবলু ৮২) কানন কুমার মণ্ডল ৮৩) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন
১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ : (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,